দামুড়হুদায় ভিটামিন এ ক্যাপসুল খেয়ে ফেরার পথে প্রাণ গেল শিশুর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নানীর কোল থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে স্বর্ণা খাতুন নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার নানী সাজেদা খাতুন।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা দেশভাটা এলাকার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সাজেদা খাতুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত স্বর্ণা মেহেরপুর সদর উপজেলার সৌদি প্রবাসী সাজেদুল ইসলামের মেয়ে এবং দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তুপুর সালদাপাড়ার স্বর্ণকার নূর নবীর নাতনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য শিশু স্বর্ণাকে নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান তার মা ও নানী। পরে ভ্যানযোগে বাড়ি ফেরার পথে একটি মোটরসাইকেল তাদের ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে শিশু স্বর্ণা নানীর কোল থেকে সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। এ সময় তার নানী সাজেদা খাতুনও ভ্যান থেকে পড়ে আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু স্বর্ণাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবা উদ্দীন বলেন, ঘটনাটি নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আসাদ বলিয়ারপুর গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আসাদ দরগাতলা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে অরিন হোসেন (৮) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদি গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত অরিন হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশিষ্ট স্যানিটারি ব্যবসায়ী মোঃ আমজাদ হোসেন রনির একমাত্র ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমজাদ হোসেন রনি তার ছেলেকে নিয়ে শনিবার গ্রামের বাড়ী সুয়াদি বেড়াতে যান। বিকেলে বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় অসাবধানতাবশত অরিন সবার অগোচরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান।

পরে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অরিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে কোটচাঁদপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাবা আমজাদ হোসেন রনি ও পরিবারের সদস্যরা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনি প্রক্রিয়া শেষে অরিনের মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া গ্রামে বজ্রপাতে আজিজুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মালসাগাড়ীর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুল ইসলাম ওই গ্রামের আব্দুর রহিম মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে তিনি পানের ক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মাঠের মধ্যেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরও জানা যায়, বজ্রপাতের কিছুক্ষণ পর স্থানীয় এক নারী মাঠে গরু আনতে গিয়ে আজিজুল ইসলামের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীকে খবর দেন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আনার আগেই বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অসিত কুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পৌরসভার চটকাবাড়িয়া মাঠে বজ্রপাতে আজিজুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। তিনি ওই গ্রামের আব্দুর রহিম মণ্ডলের ছেলে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনি মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।”

# [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] (a [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সাহারবাটি মাঠে এঘটনা ঘটে। নিহত মাহাতাব আলী হিজলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শামসুল আলীর ছেলে।

‎স্থানীয়রা জানান কৃষক মাহাতাব আলী সকালে জমিচাষ করার সময় জমির আইলে থাকা একটি গর্তে থেকে বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা গ্রামের ইদ্রিস সাপুড়ের কাছে নিয়ে যান।

‎ওঝা ইদ্রিস আলী ৪ ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক করে যখন রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার নাহিদ হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের ডাক্তার নাহিদ হোসেন জানান, যদি রোগীকে সময় মত নিয়ে আসা হতো তাহলে এন্টিভেনম প্রতিষেধক ছিল দিলে হয়তো বেঁচে যেত। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে পুলিশের একটি টিম গাংনী হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার নান্দবারে ঝড়বৃষ্টির সময় ছাদে গোসল করতে গিয়ে বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের শেষে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে বজ্রপাতও দেখা যায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা গাংনী ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের বিশিষ্ট পান ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর গোলজারের ছেলে শান্ত ঝড়বৃষ্টি

শুরু হলে বাড়ির ছাদে গোসলের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শান্তর সঙ্গে নাহিদসহ আরও কয়েকজন যুবক ছিলেন।

এ সময় বজ্রপাতে বাড়ির পাশের একটি গাছে আগুন লাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে বজ্রপাতে আহত হন শান্ত ও নাহিদ। বাড়ির লোকজন দ্রুত তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শান্তকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে নাহিদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে পাখিভ্যান উল্টে মুরগী বিক্রেতার মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাদিখালি রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা মুরগী বিক্রেতা আলমগীর হোসেন (৩৫) পাখিভ্যান উল্টে মৃত্যু বরণ করেছে।

জীবিকার তাগিদে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নিজেই ভ্যান চালিয়ে গ্রামে গ্রামে মুরগির বাচ্চা বিক্রি করতেন। কিন্তু আজ সকালে সেই ভ্যানই কেড়ে নিল তার প্রাণ।

‎স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার ‎সকালে মুরগির বাচ্চা কেনার উদ্দেশ্যে ঝিনাইদহের দিকে রওনা দিয়ে ভালকি বাজারের পাশে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার ভ্যানটি উল্টে যায়। এ সময় তিনি ভ্যানের নিচেই পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার করা হলে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ‎

‎তার অকাল মৃত্যুতে পরিবারটি পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েছে। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারানো আলমগীর নিজেই ছিলেন পরিবারের

একমাত্র অবলম্বন। তার ঘরে রয়েছে ৭ বছর বয়সী একটি ছেলে এবং সবচেয়ে হৃদয়বিদারক বিষয় হলো, তার স্ত্রী বর্তমানে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। অনাগত সন্তানটি পৃথিবীর আলো দেখার আগেই বাবাকে হারালো।

‎‎পরিবারের এমন চরম অসহায় অবস্থায় স্থানীয় এলাকাবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আলমগীরের অকাল প্রস্থান পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ালো ।

‎‎পিতা ও মাতা হারান আলমগীর ছোট বেলায় আপন চাচীর কাছে বড় হয়েছিলেন, ‎নিজেও এতিম ছিলেন তার সন্তানগুলো এতিম হয়ে গেল আজ।

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ট্রেনের ধাক্কায় শুভ দেওয়ান (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ জুন) দুপুরে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শুভ দেওয়ান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী উত্তরপাড়া গ্রামের সেলিম দেওয়ানের ছেলে। তিনি ঢাকার একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুভ দেওয়ান ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসে রাজশাহী থেকে ট্রেনে করে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির খান বলেন, শুভ দেওয়ান তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুরে দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসছিলেন। মিরপুর স্টেশনে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা দিলে

ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।